দৈনিক বাংলা

15 MAR 1992

তারিখ 17 MAR 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ক্যাম্পাসে আর কত মৃত্যু ?

আবার রক্ত ঝরেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে। আবার খালি হয়েছে আরেক হতভাগিনী মায়ের কোল। সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মঈন হোসেন রাজু। আরেক ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন আমজাদ হোসেন ও নাসিরউদ্দিন। ক্যাম্পাস যে আজও কুরুক্ষেত্র হয়ে আছে, আজও সেখানে যে সন্ত্রাসীদের বীরদর্পে পদচারণা চলছে, গত শুক্রবারের প্রকাশ্য বন্দুকযুদ্ধ এবং মারামারি তারই প্রমাণ। মৃত্যু যেন ওৎ পেতে আছে ক্যাম্পাসে, যখনই সুযোগ পাচ্ছে ছিনিয়ে নিচ্ছে শিক্ষার্থীদের তরতাজা প্রাণ, জখম হচ্ছে অনেকেই। এসব ঘটনা, এসব মৃত্যু খুবই দুঃখজনক, বেদনাদায়ক, সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। আমরা সভ্য সমাজে না জংগলে আছি—এই প্রশ্নকেই বড় করে তুলছে এসব জল্লাদি ঘটনা।

সবার মনেই আজ একটি উদ্বেগাকুল প্রশ্ন ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কত রক্তপাত ? আর কত অস্ত্রের ঝনঝনানি? আর কত মৃত্যু? এভাবে এদেশের মায়েদের আর কত সন্তান আর কত বিদ্যান্বেষী বেঘোরে প্রাণ হারাবে? আর কতবার জল্লাদদের জঙ্গী হুহুংকারে সন্ত্রস্ত হবে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন? আর কতবার কলুষিত হবে ক্যাম্পাস ? মাত্র কিছুদিন আগে ক'জন ছাত্র সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে। মাঝে মাঝেই মারা যাচ্ছে শিক্ষার অন্বেষায় আসা ছাত্ররা। স্বাধীনতার পর থেকে ক্যাম্পাসে অস্ত্রের ঝনঝনানি, পাশবিক হানাহানি এবং নৃশংস জল্লাদী-যজ্ঞ বেড়ে চলেছে। বহুসংখ্যক ছাত্রের রক্তে এভাবে রঞ্জিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটি।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রক্তপাত ছাড়াও হানাহানি-হাঙ্গামা প্রায় নিত্যঘটনা হয়ে উঠেছে। কারণে-অকারণে উত্তেজনা, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, গুলিবিনিময় ও বোমা বিস্ফোরণ। বাপ-মায়েরা ছেলে-মেয়েদের ক্যাম্পাসে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারছেন না। প্রতি মুহূর্তেই ভয়—কখন বারুদঘরে বিস্ফোরণ ঘটে, কখন আসে তাদের আদরের দুলালদের হতাহতের দুঃসংবাদ। যে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে কোনভাবেই জড়িত নয়, তারও জীবন নিরাপদ নয় ক্যাম্পাসে। ক্রসফায়ারে সেও গুলিবিদ্ধ হতে পারে। ছাত্রাবাসে লুণ্ঠিত হতে পারে তার বইখাতা ও জিনিসপত্র। মঈন হোসেন রাজু বিবদমান দল দুটির কেউ নন। তিনি গিয়েছিলেন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে, জঙ্গী ছাত্রদের মনে শুভবুদ্ধি উদ্রেকের আবেদন জানাতে। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, তিনিই হলেন সন্ত্রাসী দাপাদাপির শিকার, ঘাতকের গুলির লক্ষ্য। নিজের জীবন দিয়ে তিনি জানিয়ে গেলেন যে, সন্ত্রাসীরা, ঘাতকরা আজও ক্যাম্পাসে বীরবাহু, যে রাহুর নাম রাজনীতি, তা আজও প্রবল ক্যাম্পাসে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস, অস্ত্রের ঝনঝনানি ও জল্লাদি কান্ড অবসানের জন্য আজ পর্যন্ত সভা-সেমিনার, কমিটি, তদন্ত, সুপারিশ কম হয়নি। পুলিশও ডাকা হয়েছে বার বার। সন্ত্রাস সম্পর্কে তদন্তের জন্য কমিটি, গঠিত হয়েছে। কমিটির রিপোর্ট পেশ হয়েছে। অস্ত্র উদ্ধারের উদ্দেশ্যে হলে হলে তল্লাশীও হয়েছে বহুবার, গ্রেফতারও হয়েছে অনেক, ছাত্রত্ব বাতিল হয়েছে বহুজনের। তারপরও ক্যাম্পাসে কেন বন্ধ হচ্ছে না সন্ত্রাস? এই সত্য আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সন্ত্রাস, এই অস্ত্রবাজি, এই রক্তপাত এক অসুস্থ রাজনীতিরই অশুভ ফসল।

আগের মতই গত শুক্রবারের মর্মান্তিক ঘটনার জন্য ছাত্র সংগঠনগুলি পারস্পরিক দোষারোপ করছে। এই অভিযোগ পাল্টা-অভিযোগ থেকে কোন সুফল বেরিয়ে আসবে কিনা, আমরা জানি না। কিন্তু আমরা ক্যাম্পাসে কোনরকম হানাহানি, কারও মৃত্যু আর চাই না। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চাই, আমরা সন্ত্রাসের স্থায়ী অবসান চাই।

আমরা ছাত্রদের সুস্থ রাজনীতির বিরোধী নই। সমাজের সচেতন অংশ হিসাবে, শিক্ষাবঞ্চিতদের দেশে স্বল্পশিক্ষিতের গরিষ্ঠ অংশ হিসাবে ছাত্রসমাজ বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কোনমতেই রাজনীতির বাইরে থাকতে পারে না। জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই ছাত্রদের সুস্থ ও গঠনমূলক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ দরকার। কিন্তু যে রাজনীতি শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টি, শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে এবং যে রাজনীতি রক্ত ঝরায়, সে রাজনীতি কারও কাম্য হতে পারে না। কারও কল্যাণও করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য দরকার সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক আগ্রহ ও সক্রিয় প্রচেষ্টা। পারস্পরিক দোষারোপ নয়, আন্তরিক ও অর্থবহ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের প্রতি আমরা আহবান জানাচ্ছি।

ক্যাম্পাসে ছাত্রমৃত্যুর মত মর্মান্তিক খবর আর আমরা শুনতে চাই না